Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen, Ex. M. L. C.

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

আবিষ্কৃত

সাগামুখী কেশতৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৩শে আষাঢ় বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 7th July 1948 | ৮ম সংখ্যা

আপনার

কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

সুদের হার—

কারেণ্ট ১৲ শতকরা

সেভিংস ৩৲ ,,

হোম-সেভিংস ৩৲ ,,

স্থায়ী আমানত :—

৩ মাসের জন্য ৩৷৹ টাকা শতকরা

৬ ,, ,, ৪৲ ,, ,,

১ বৎসরের ,, ৫৲ ,, ,,

২ ,, ,, ৫৷৹ ,, ,,

৩ ,, ,, ৬৲ ,, ,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন

—:০:—

মানভূম, সিংভূমের কিয়দংশ, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়ার যে অংশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই সব অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধির দাবিতে কিছুদিন হইতে যে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, তাহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর বা রাজনৈতিক হুজুগ-প্রিয়দের আন্দোলন নহে, পশ্চিমবঙ্গের আপামর সাধারণ সকলেরই আন্তরিক আবেদন। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ; স্থানের পরিমাণের তুলনায় জনতার চাপ অত্যধিক। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু লক্ষ লোক আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের সহর নগর ও পল্লীগ্রামসমূহ অধিকতর জনাকীর্ণ করিয়াছে। এখনও নিত্যই পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত বহিতে দেখা যাইতেছে। এখন যাহারা আসিতেছে, তাহারা সকলেই যে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পলাইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। দীর্ঘকালব্যাপী লুণ্ঠন, প্রাণহানি, ধর্ম্মহানি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাচারের ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সামাজিক অবস্থা এতই হীন হইয়া পরিয়াছে যে, সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্থিক অসামর্থ্যের জন্য যাহারা এতদিন এত অত্যাচার সহিয়াও পিতা-পিতামহের বাস্তভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল, এখন নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে পড়িয়া তাহারাও সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে দলে দলে লোকের আগমন বন্ধ হয় নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এখনও বহু লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবে। তাহাদের আশ্রয়লাভের উপযোগী স্থানও আর কোথাও নাই। প্রতিবেশী আসামীরা বাঙ্গালীর উপর খড়্গহস্ত; 'বঙ্গাল খেদা'র বীরপুরুষেরা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তুল্যই অত্যাচার-উৎপীড়ন-প্রবণ। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী অনাদৃত, অপ্রিয়, অবাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বপাকিস্থান গবরমেণ্ট এখনও তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন অত্যাচারীদিগকে এখনও তাঁহারা কঠোর হস্তে শাসন করিতে পারেন নাই। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের ভরসায় না থাকিয়া, এখন নিজের নিজের পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিপন্ন আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়া সাহায্য করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা সেই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া তাহাদের শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। সরকারী পুনর্ব্বসতি বিভাগ কতক আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই বোধ হয় স্থানীয় অধিবাসীদের অসুবিধা না ঘটাইয়া তাহা করিতে পারেন নাই। পতিত জমি, জঙ্গল প্রভৃতি দখল করিয়া তাহাতে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও, শেষ পর্য্যন্ত কুলাইয়া উঠা সম্ভবপর হইবে না। আর সকল জমিই যদি বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে চাষ হইবে কোথায়? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা এত লোক বাঁচিবে কি খাইয়া? পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধিই ইহার একমাত্র উপায় এবং তাহা একান্ত দুঃসাধ্যও নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবরমেণ্ট একেবারেই উদাসীন। তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যতই বিলম্ব করিতেছেন, ততই অন্যদিক হইতে বাঙ্গালার কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য সুযোগ সন্ধান রত অপর পক্ষ হস্ত প্রসারণের চেষ্টা করিতেছে। নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কুচবিহারকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য আগ্রহের কথা যাহা রটিয়াছে, তাহাও ভিত্তিহীন মনে করা চলে না। শ্রীহট্টবাসীরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলাই তাহাদের মাতৃভাষা। অদৃষ্টবিড়ম্বনায় বাঙ্গলার এই অংশ এখন বাঙ্গলা হইতে বহু দূরে গিয়া পরিয়াছে। গণপরিষদের সভাপতি অন্ধ্র কেবল কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের গঠনের জন্য কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের জন্য আগ্রহের লেশমাত্রও প্রদর্শন করিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবীর বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তির কারণ নাই, বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষ, তাহার শিক্ষা সংস্কৃতির উপর ঈর্ষা, তাহার শান্তশিষ্ট আইনানুগত স্বভাবের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই এই দাবী পূরণের বাধা ঘটাইতে পারে না। উচ্চ কর্ত্তৃত্বের অধিকারী কংগ্রেসী নেতারা আর যাহাই হউন, বাঙ্গালার একটি প্রাণীও তাঁহাদিগকে এতটা হীন মনে করিতে পারে না। তাই এখনও তাহারা তাঁহাদের সুবিবেচনার প্রত্যাশা করিতেছে।

শোক সংবাদ

গত ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার ব্যোমভোলা সেন তাঁহার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজন কেহ তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ব্যোমভোলা সেনের চারিটী শিশু সন্তান, স্ত্রী ও বিধবা মা বর্ত্তমান আছেন।

রঘুনাথগঞ্জের মুষ্টিমেয় যে কয়টি দেশপ্রেমিক যুবক বৃটিশ সরকারের নিষ্পেষণ অগ্রাহ্য করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে দেশের রাজনৈতিক সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন ব্যোমভোলা তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বিগত ১৯৪০ সালে কারাবরণ করেন ও জেল হইতে মুক্ত হইবার পর হইতেই স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে তিনি পুনরায় ধৃত হইয়া এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। যে যুগে দেশের রাজনৈতিক সেবা করিতে গেলে সুবিধা খোঁজা যাইত না—স্বার্থত্যাগ করিতে হইত, ব্যোমভোলা বাবু সে যুগের কর্ম্মীদের মধ্যে আগের দলের ছিলেন। ইহার ফলে ব্যোমভোলা বাবুর পরিবারকে নানা অসুবিধা

ও অসচ্ছলতা ভোগ করিতে হইয়াছে—বোধ হয় শুধু দুঃখই তাহাদের সান্ত্বনা! ব্যোম-ভোলা বাবু বৈপ্লবিক সাম্যবাদে বিশ্বাস করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪।৩৫ বৎসর হইয়াছিল। এই সব স্বার্থ-ত্যাগী দেশপ্রেমিকের ঐতিহ্য বর্ত্তমান কর্তৃত্বকে কটাক্ষ করিবে কি না জানি না তবে প্রার্থনা করি ইহাদের আদর্শ ও ঐতিহ্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সম-বেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই জুলাই ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৪০ খাং ডিঃ হরিহর ঘোষাল দেং মহাদেব মজুমদার দাবি ৩৫।৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ১-৩৪ শত-কের কাত ৬৲ আঃ ২০৲ খং ২২।৮৫

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

৪৬ মনি জারী ডিঃ মরিয়ম বিবি দেং সোলেমান সেখ দাবি ২৫১॥৬ থানা স্থতি মৌজে কুসুমগাছী ৮০ শতকের কাত ৭॥৶১০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৫২ শতক আঃ ১০০৲ খং ৪৭ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে পাঁচগাছী ৬৩ শতকের কাত ১৸৬ আঃ ১০০৲ খং ১০৩

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে জুলাই ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৪৪ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং সারদাসুন্দরী দেবী দাবি ৪৩৶৬ খানা ফরকা মৌজে কুলি ৪-৫৮ শতকের কাত ১৪॥৬ আঃ ৪০৲ খং ১৭৯২

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

৪৫২ খাং ডিঃ বিনয়কুমার ভট্টাচার্য্য দিং দেং হেদায়েতুন নেসা দিং দাবি ২০৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে জিনদীঘি ১-৬ শতকের কাত ৪/৫ আঃ ১২৲ খং ৩৩৭

৪৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৪২ শতকের কাত ৫॥৶০ আঃ ২৫৲ খং ৩৩৮

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৯ই আগষ্ট ১৯৪৮

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

৬২৮ খাং ডিঃ রজনীমণি দাসী দিং দেং সতীশচন্দ্র সরকার মৃত্যান্তে ওয়ারীশ দেবেন্দ্রনাথ সরকার দিং দাবি ৮০॥৶৯ থানা স্থতী মৌজে মহেন্দ্রপুর ৪-৬৪ শতকের কাত ১৪।৶৬ আঃ ২০৲ খং ১৬৫

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

২৫৬ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ২৫।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৩৭ শতকের কাত ৫॥০ আঃ ১০৲ খং ৯৪৩

২৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৯।৯ মৌজাদি ঐ ২-৩৫ শতকের কাত ১৩।৶০ আঃ ৬৲ খং ৭০৬

২৬৬ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং রাধাপদ মুখোপাধ্যায় দাবি ৭৪৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইন্ধ্যা ৩২৭ শতকের কাত ১৬/০ আঃ ৫০৲ খং ৩৩২

২৬৪ খাং ডিঃ ঐ দেং বিভুতিভূষণ দে দিং দাবি ৩৭৶৯ থানা স্থতি মৌজে রাতুরি ২-৬১ শতকের কাত ১৫৸৶০ আঃ ২৫৲ খং ১৪৯

২৩৭ খাং ডিং মাতয়ালি মৌলবী মরতুজারেজা চৌধুরী দিং দেং মহেন্দ্র সিংহ দিং দাবি ২৫।৶৯ থানা স্থতি মৌজে পুড়াপাড়া ৪।১০।১০ জমির কাত ৩॥৩ আঃ ২০৲

২৮৪ খাং ডিঃ শ্রীশচন্দ্র দাস দেং ধনপতি মজুমদার দিং দাবি ৭॥৶৬ থানা স্থতি মৌজে বংশবাটী ০৮ শতকের কাত ।৶০ আঃ ৫৲ খং ১৯৩২ রায়ত স্থিতিবান

৫৫ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং সুধাংশুশেখর দাস দাবি ২৯।৯ থানা স্থতি মৌজে ভাবকী ১-২৬ শত-কের কাত ২।৶০ আঃ ১২৲ খং ৮২৮

৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৸৶৩ মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত ১৶৬ আঃ ১০৲ খং ৪৪০

নোটীশ

—:০:—

গত ৯ই আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানান হইয়াছিল যে, আগামী ২৭শে আষাঢ় তারিখে লালগোলা রাজ এষ্টেটের বহরমপুর সহরস্থ জমি বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে উক্ত তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া আগামী ৯ই শ্রাবণ দিন ধার্য্যে পরিবর্ত্তিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সকলের অবগতির জন্য ইহা জানান হইল। ইতি ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার গুহ নিয়োগী
ম্যানেজার লালগোলা রাজ এষ্টেট

বিজ্ঞাপন
বহরমপুর সহরে বাড়ী করার উৎকৃষ্ট জমি বিক্রয়

বহরমপুর সহরের অতি উৎকৃষ্ট স্থানে লালগোলা রাজ এষ্টেটের অধীনে বর্ত্তমান সিভিল সাপ্লাই ও ইন্‌কামট্যাক্স অফিসের সংলগ্ন প্রায় ১৩/০ বিঘা জমি বাড়ী করার নিমিত্ত কম বেশী ।০ পাঁচ কাঠা করিয়া প্লট করা হইয়াছে। উক্ত প্লটগুলি আগামী ৯ই শ্রাবণ রবিবার (২৫শে জুলাই) বেলা ১২টার সময় সিভিল সাপ্লাই অফিসে ডাক সূত্রে বিক্রয় করা হইবে। যাহার ডাক গ্রাহ্য হইবে, তাহাকে ডাকের সম্পূর্ণ টাকা তৎকালেই নগদ দাখিল করিতে হইবে। ইতি ১৩৫৫ সাল ২০শে আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার গুহ নিয়োগী
ম্যানেজার লালগোলা রাজ এষ্টেট
পোঃ লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুরে
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন-বার্ত্তা

পশ্চিম বাংলার সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহোদয় স্ববিভাগ পরিদর্শনার্থ আগামী ১১ই জুলাই রবিবার জঙ্গিপুর আসি-তেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত :

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গাজিন, পোঃ নুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

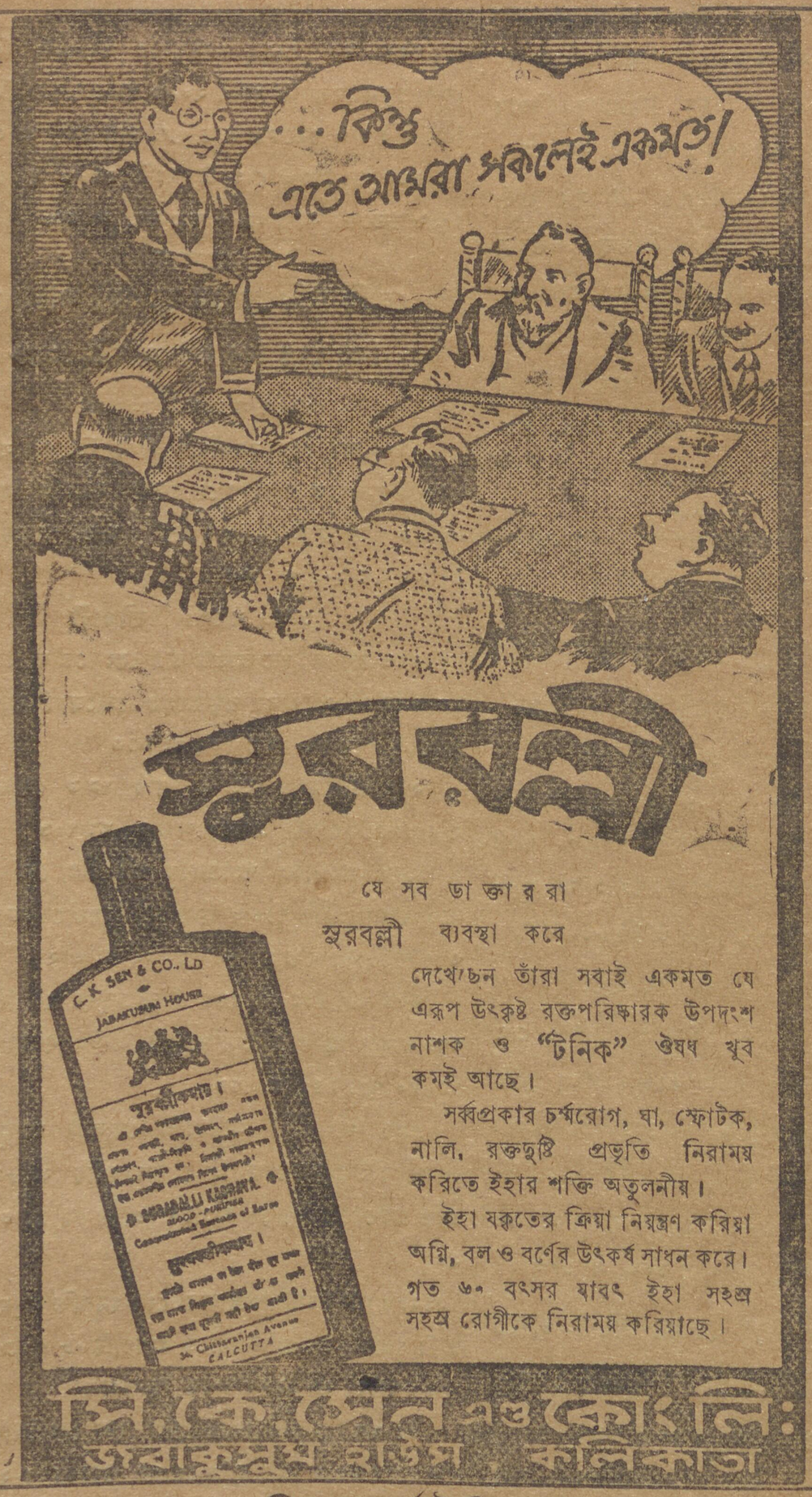

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ